13490 - কবররে কাছে নামায আদায় ও শাফায়াতরে শর্তাবলি

প্রশ্ন

সুফবিাদরে অনুসরণ করে আমার এমন এক সঙ্গীর সাথে কথা বলছলিাম। কবরে নামায আদায় করা সম্পর্কে এবং কয়িামতরে দনি কছিু নকেকার আলমেদরে শাফায়াত নয়িে সে আমাকে জজ্ঞিাসা করল।

আমি তাকে বললাম: কবরে নামায আদায় করা শরিক। কয়িামতরে দনি নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কউে শাফায়াত (সুপরশি) করবে না। আমি এ প্রসঙ্গে আলমেদরে মতামত জানতে চাই। এ সংক্রান্ত দলীল কোথায় পাবো? আশা করি আপনি আমার প্রশ্নরে উত্তর দতিে পারবনে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক: কবরে নামায আদায় করার মাসয়ালা

কবরে নামায আদায় দুই প্রকার:

প্রথম প্রকার: কবরবাসীর জন্য নামায আদায় করা। এটি বড় শরিক; যা ব্যক্তকিে মুসলমি মল্লিাত থকেে বরে করে দয়ে। কারণ নামায এক প্রকার ইবাদত। আর কোন ইবাদত আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য করা জায়যে নইে। আল্লাহ তাআলা বলনে:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

“তোমেরা আল্লাহর ইবাদত করো; তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।”[সূরা নসিা: ৩৬] আল্লাহ তায়ালা আরো বলনে:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

“আল্লাহর সাথে শরীক করা হলে তনিি তা ক্ষমা করনে না। এর চয়েে লঘু গুনাহ তনিি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দনে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরীক করে সে মহা (অপনোদন করা কঠনি এমন) বভি্রান্ততিে পততি হয়।”[সূরা নসিা: ১১৬]

দ্বতিীয় প্রকার: কবরস্থানে আল্লাহর জন্য নামায পড়া। এর অধীনে কয়কেটি মাসআলা রয়ছে:

১- কবররে উপর জানাযার নামায পড়া। এটি জায়যে।

এর নমুনা হলো: কোনো ব্যক্তি মারা গলে। কন্তিু আপনি তার জন্য মসজদিে জানাযা পড়তে পারনেনি। এমন অবস্থায় তাকে দাফন করার পর আপনি নামায পড়তে পারনে।

এই বষিয়টরি দলীল হলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে আমল। আবু হুরাইরা রাদয়িাল্লাহু আনহু থকেে বর্ণতি, এক কালো পুরুষ অথবা মহলিা মসজদি ঝাড়ু দতিনে। তনিি মারা গলেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সম্পর্কে জজ্ঞিাসা করলনে। তারা বলল: তনিি মারা গয়িছেনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললনে: "তোমরা কনে আমাকে জানালে না? আমাকে তার কবর দখেয়িে দাও।" তারপর তনিি তার কবরে এসে নামায আদায় করলনে।[হাদীসটি বুখারী (৪৫৮) বর্ণনা করনে, ভাষ্যও তার। মুসলমিও (৯৫৬) এটি বর্ণনা করনে]

২- কবরস্থানে জানাযার নামায পড়া। এটা জায়যে।

এর নমুনা হলো: একজন ব্যক্তি মারা গলে। আপনি মসজদিে গয়িে তার জানাযার নামায পড়তে পারনেনি। কন্তিু আপনি কবরস্থানে গলেনে এবং তাকে দাফন করার পূর্বে তার জানাযা পড়লনে।

শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে বায রাহমিাহুল্লাহ বলনে: কবরস্থানরে ভতের জানাযার নামায পড়া জায়যে, যমেনভিাবে দাফনরে পর জানাযার নামায পড়া জায়যে। যহেতেু সাব্যস্ত হয়ছেে য,ে এক দাসী মসজদি ঝাড়ু দতি। সে মারা যাওয়ার পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে জজ্ঞিাসা করলে তারা বলল: সে তো মারা গয়িছে।ে তনিি বললনে: "তোমরা কনে আমাকে খবর দলিে না? আমাকে তার কবর দখেয়িে দাও।" তারা তাকে সইে কবর দখেয়িে দলিে তনিি তাতে নামায আদায় করলনে। তারপর বললনে: "এই কবরগুলো কবরবাসীর জন্য অন্ধকারে পরপিূর্ণ। আমার নামাযরে ফলে আল্লাহ তাদরে জন্য এগুলো আলোকতি করে দনে।"[হাদীসটি মুসলমি (৯৫৬) বর্ণনা করনে][ফাতাওয়াল-লাজনাহ আদ-দাইমাহ: ৮/৩৯২]

৩- কবরস্থানে জানাযার নামায ছাড়া অন্য নামায পড়া। এই নামায বাতলি বলে গণ্য হব;ে সঠকি হবে না। হোক সটো ফরয কংিবা নফল নামায।

প্রমাণ:

এক: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: "সমগ্র যমীন মসজদি; কবেল কবর ও গোসলখানা ছাড়া।"[হাদীসটি তরিমযিী (৩১৭) ও ইবনে মাজাহ বর্ণনা করছেনে এবং শাইখ আলবানী এটকিে সহীহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে (৬০৬) সহহি বলে গণ্য করছেনে]

দুই: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে বাণী: "আল্লাহ ইহুদি-খ্রষ্টিানদরে উপর অভশিাপ দনি। তারা তাদরে নবীদরে

কবরগুলোকে মসজদি হসিবে গ্রহণ করছে।”[হাদীসটি বুখারী (৪৩৫) ও মুসলমি (৫২৯) বর্ণনা করনে]

তনি: যৌক্তকি কারণ। সটেি হলো কবরে নামায আদায় করাকে কবরপূজা করা কংিবা কবরপূজাকারীর সাথে সাদৃশ্যরে মাধ্যম হসিবে গ্রহণ করা হতে পার। এ কারণে কাফরেরা যহেতেু সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তরে সময় সজিদা দতি তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সময়টতিে নামায পড়তে নষিধে করে দনে; যাতে করে এটাকে আল্লাহর বদলে সূর্যপূজার একটি উপায় হসিবে গ্রহণ করা না হয় কংিবা কাফরেদরে সাদৃশ্য গ্রহণ করা না হয়।

৪- কবররে দকিে মুখ করে নামায আদায় করা। বশিুদ্ধ মত অনুযায়ী এটি হারাম।

এর নমুনা হলো: আপনি নামায পড়ছনে এভাবে য, আপনার কবিলার দকিে একটি কবরস্থান বা কবর রয়ছে। যদওি আপনি কবরস্থানে নামায পড়ছনে না; কন্তিু কবররে খুব কাছরে যমীনে নামায পড়ছনে। আপনার ও কবররে মাঝে কোন দয়োল বা প্রাচীর নইে।

এটি হারাম হওয়ার দলীল:

১- আবু মারসাদ আল-গানাওয়ী বলনে: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: “তোমেরা কবররে উপর বসবে না এবং কবররে দকিে নামায পড়বে না।”[হাদীসটি মুসলমি (৯৭২) বর্ণনা করনে] উক্ত হাদীস প্রমাণ করে য কবরস্থানরে দকিে কংিবা কছিু কবররে দকিে অথবা একটি কবররে দকিে নামায পড়া হারাম।

২- আর যহেতেু কবরস্থানে নামায পড়া হারাম হওয়ার হতেুটি কবররে দকিে নামায পড়ার মাঝওে পাওয়া যায়। ব্যক্তি যহেতেু কবররে দকিে কংিবা কবরস্থানরে দকিে এভাবে ফরিে থাকছে য, তার ব্যাপারে বলা যায় য সে কবররে দকিে ফরিে নামায পড়ছ; তাই সে নষিধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হব। আর যদি নষিধোজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে “তোমেরা নামায পড়ো না” এই হাদীসরে কারণে সহহি হবে না। যহেতেু এখানে নামায পড়তে নষিধে করা হয়ছে। কউে যদি কবররে দকিে ফরিে নামায পড়ে তাহলে তার এ আমলে আনুগত্য ও অবাধ্যতা উভয়টা একত্রতি হলো। এমনটি করার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নকৈট্য অর্জন করা সম্ভব নয়।

লক্ষণীয় বষিয়: যদি আপনার মাঝে ও কবরগুলোর মাঝে প্রতবিন্ধক হসিবে দয়োল থাক, তাহলে সে অবস্থায় নামায পড়তে সমস্যা ও নষিধোজ্ঞা নইে। অনুরূপভাবে যদি আপনার মাঝে ও কবরগুলোর মাঝে রাস্তা অথবা কছিুটা দূরত্ব থাকে যার কারণে আপনি কবররে দকিে ফরিে নামায আদায়কারী হয়ে যান না; তাহলে সমস্যা নইে। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ।

দখেুন: আল-মুগনী (১/৪০৩) ও ইবনু উছাইমীনরে আশ-শারহুল মুমতি (২/২৩২)। আল্লাহ সবাইকে রহম করুন।

দুই: শাফায়াতরে মাসআলা:

কয়িামতরে দনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া কউে শাফায়াত (সুপারশি) করবে না, এটি আপনি ভুল বলছেনে। বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামসহ অন্যান্য মুমনিরাও শাফায়াত করবনে।

কন্িতু এখানে আমরা একটি মাসআলা যুক্ত করব যা ঐ প্রশ্নরে উত্তরে উল্লখে করা হয়নি। শাফায়াতরে কছিু শর্ত রয়ছে:

এক: সুপারশিকারীর জন্য আল্লাহর পক্ষ থকেে শাফায়াত করার অনুমতি থাকা।

দুই: সুপারশিকৃত ব্যক্তরি ব্যাপারে আল্লাহর সন্তুষ্টি।

এই দুই শর্তরে পক্ষে দলীল হলো আল্লাহর বাণী:

وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ

“আসমানে অনকে ফরেশেতা আছে, যাদরে সুপারশি কোনো কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যার জন্য চান এবং যার উপর তনিি সন্তুষ্ট, তার পক্ষে তনিি সুপারশি করার অনুমতি দওেয়ার পর (তা কাজে আসবে)।”[সূরা নাজম: ২৬]

এবং আল্লাহর বাণী:

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ

“তারা কবেল তার জন্যই সুপারশি করতে পারবে যার প্রতি তনিি সন্তুষ্ট।”[সূরা আম্বয়িা: ২৮]

আর মূর্তপিূজারীরা যে কাল্পনকি শাফায়াতরে কথা ভাবে; সটেি বাতলি সুপারশি। কারণ আল্লাহ কাউকে সুপারশিরে অনুমতি দনে না, যতক্ষণ না তনিি সুপারশিকারী ও সুপারশিকৃতদরে ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকনে।[দখেুন, শাইখ ইবনে উছাইমীনরে আল-কাওলুল মুফীদ শারহু কতিাবতি তাওহীদ: (পৃ. ৩৩৬-৩৩৭), প্রথম সংস্করণ]

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ঈমানদারদরে সুপারশি করার স্বীকৃতি থাকাটা তাদরে কাছ থকেে সুপারশি তলব করার বধৈতা প্রদান করে না। যমেনটি দখো যায় যে, কছিু মানুষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে মৃত্যুর পর তাঁর কাছ থকেে শাফায়াত চয়েে থাকে।